■ কাগজ ■

আমাদের নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে কাগজ অন্যতম। প্রায় দু-হাজার বছর আগে চিনদেশে প্রথম কাগজ আবিষ্কৃত হয়। তারপর পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কাগজ তৈরি হতে থাকে। সভ্যতার ঊষাকালে মানুষ লিখত গাছের ছালে অথবা গাছের পাতায়। 'প্যাপিরাস' শব্দ থেকে পেপার বা কাগজ কথার উৎপত্তি। ঘাস, বাঁশ, ছেঁড়া কাপড়, কাগজের টুকরো, শন, পাট, গাছের ছাল এইসব বস্তুকে গরম জলে ফুটিয়ে রাসায়নিক পদ্ধতিতে মণ্ড তৈরি করা হয়। ওই মণ্ড চ্যাপটা ধাতব পাত্রের ওপর বিছিয়ে ও জল শোষণ করে কাগজ তৈরি হয় মেসিনে। তুলট কাগজে তুলা ছিল প্রধান উপাদান। পাতলা ও মোটা কাগজ, পিজবোর্ড প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের ও প্রকারের কাগজ তৈরি হয়। আজকাল সারাদেশে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর জন্য পড়ার বই এই কাগজে ছাপা হয়। এ ছাড়াও খাম, পোস্টকার্ড, খাতাপত্রের জন্য, পত্রিকা ছাপা ও জ্ঞানার্জনের জন্য কাগজ খুবই প্রয়োজনীয়। মানুষের নিত্য প্রয়োজনে কাগজ খুবই দরকারি। কাগজ ছাড়া আমাদের এখনকার জীবন কল্পনা করা যায় না।

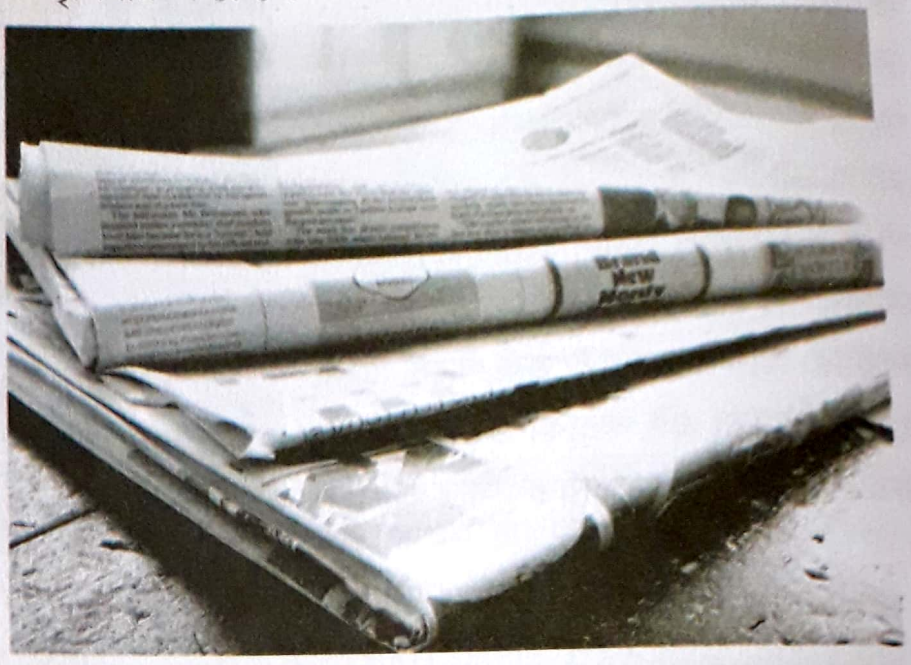

Scanned with CamScanner